যুগান্তর

তারিখ ... 17 MAR 2004
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

কলেজে ভর্তিবাণিজ্য

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের ১৯৯টি অনার্স কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা রহিয়াছে। ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষাসহ এসএসসি, এইচএসসি রেজাল্টের ভিত্তিতে মেধা তালিকা তৈরি করা হইয়া থাকে ভর্তির জন্য। কিন্তু নামিদামি কলেজসহ অধিকাংশই উহা মানিতেছে না বলিয়া জানা গিয়াছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক কলেজে ভর্তির নির্মিত আলাদা আলাদা মেধা তালিকা প্রেরণ করিয়া উহার ভিত্তিতে ভর্তির নির্দেশ দিলেও শেষ পর্যন্ত অনার্স কলেজগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইতেছে না। সর্বোপরি রাজনৈতিক চাপসহ প্রভাবশালীদের সুপারিশ ও মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে ভর্তিবাণিজ্যের অভিযোগ উঠিয়াছে কলেজগুলিতে। এই ক্ষেত্রে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে বাধা, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণে অনিয়ম-স্বজনপ্রীতি, কলেজ কর্তৃপক্ষ, অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ অথবা ভর্তি কমিটিকে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের কথাও শোনা যাইতেছে। ইতিমধ্যে ভর্তি লইয়া ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, বাংলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজে ছাত্র বিক্ষোভ, গোলাগুলি, বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাসহ শিক্ষকদের বদলি এবং ওএসডি করিবার ঘটনা পর্যন্ত ঘটিয়া গিয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে ওএসডি ও ভর্তির ঘটনাকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলা হইলেও সংশ্লিষ্টরা উহা মানিতে নারাজ। ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ, সাধারণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মতে, কলেজগুলিতে মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্তদের সুযোগ পাইবার কথা থাকিলেও উহা মানা হইতেছে না। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কলেজভিত্তিক তালিকা মোতাবেক ১১ মার্চের মধ্যে সকল কলেজে ভর্তিকার্য সম্পন্ন হইবার কথা দুর্ভাগ্যজনক যে যথাসময়ে উহা সম্পন্ন করা যায় নাই। পরে তিন সপ্তাহ সময় বাড়াইয়া গোটা মার্চ মাসই আনা হইয়াছে ভর্তি কার্যক্রমের আওতায়। আর এই সুযোগে কলেজগুলিতে ভিড় ও তদবির করিবার সুযোগ পাইয়াছে মতলববাজরা। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি শোনা যাইতেছে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের নাম। ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রলীগ নামধারীরা মাতিয়া ছিল অভাবনীয় কোন্দলে। সরকারের পক্ষ হইতে যৎকিঞ্চিত রাশ টানিয়া ধরিবার পর এক্ষণে পুনরায় তাহারা নামিয়া পড়িয়াছে ভর্তিবাণিজ্য লইয়া। তাহাদের সহিত যথারীতি যোগ দিয়াছে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নির্বাচিত সাংসদ পর্যন্ত। ভর্তিবাণিজ্য লইয়া মোটা অংকের লেনদেনের অভিযোগ উঠিয়াছে বরাবরের মতো। ইহাকে নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কি বলা যাইবে? আমরা দিনবদলের স্বপ্ন বাস্তবায়ন কিংবা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়িবার লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে চাহিলেও সেই বহু পুরাতন ট্র্যাডিশন হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারি নাই। অতীতের ন্যায় দলীয়করণসহ অর্থের বিনিময়ে প্রায় অবাধ ভর্তিবাণিজ্য দিব্যি চলিতেছে কলেজগুলিতে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অবশ্য বলিয়াছেন, কোন কলেজের বিরুদ্ধে মেধানুযায়ী ভর্তি না করাইবার অভিযোগ উত্থাপন অথবা কোন যোগ্য শিক্ষার্থী ভর্তি হইতে বঞ্চিত হইলে তাহারা ঐগুলি আমলে লইবে। আগামীতে ভর্তি করিবার ক্ষেত্রে নূতন নীতিমালা প্রণয়ন করিবার কথাও তিনি বলিয়াছেন। এই সকলই ভালো কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যোগ্যতা ও মেধা থাকা সত্ত্বেও যেই সকল ছাত্রছাত্রী ভর্তি হইতে পারিবে না তাহাদের শিক্ষাজীবনের নিশ্চয়তা কে দিবে?